নির্বাহী সারসংক্ষেপ

প্রস্তাবিত ‘কলেজ এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট(সি.ই.ডি.পি./CEDP)এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার(GOB) গ্র্যাজুয়েটদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরন ও কলেজ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন সংঘটনের মাধ্যমে বাংলাদেশে টারশিয়ারি কলেজ শিক্ষার মান এবং প্রাসঙ্গিকতা উন্নত করতে আগ্রহী। এই প্রকল্পের জন্য ইনভেস্টমেন্ট প্রোজেক্ট ফিন্যান্সিং (IPF) কার্যসম্পাদনার অধীনস্ত মোট আই.ডি.এ.(IDA) অর্থায়ন মার্কিন $১০০ মিলিয়ন, যার মধ্যে মার্কিন $১০ মিলিয়ন, ট্রান্স্যাকশন ভিত্তিতে (transaction-based) প্রদান করা হবে এবং বাকী মার্কিন $৯০ মিলিয়ন প্রদান করা হবে নির্ধারিত কর্ম সঞ্চালনার (performance) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনোত্তর (Disbursement-Linked Indicator, DLI) । প্রস্তাবিত প্রকল্প বিদ্যমান ভবন, শ্রেণীকক্ষ, বিজ্ঞান ও কম্পিউটার ল্যাব পুনর্বাসন / সংস্কার এর জন্য অর্থায়ন করতে পারে এবং BdREN প্রদিত ফাইবার অপটিক কেবল সংযোগ স্থাপন করতে পারে। এই ক্ষুদ্র পরিসর নাগরিকজীবন উন্নয়ন কার্যক্রম পরিবেশের উপর কোনো বড় ধরনের প্রতিকূল প্রভাব সৃষ্টি করবে বলে ধারনা করা যাচ্ছে না আর তাই এই প্রোজেক্টটিকে "বি" শ্রেণীভুক্ত (Category B) প্রকল্প হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে, যার জন্য সীমিত 'ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট" (Imapct Assessment) প্রয়োজন। প্রকল্পটি বিশ্বব্যাংকের সেইফগার্ড নীতি OP/BP 4.01- পরিবেশগত মূল্যায়নের আওতাধীন। যেহেতু সাব-প্রজেক্টগুলোর গঠনগত উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ এবং অবকাঠামোগত বিস্তারিত নকশা এই পর্যায়ে এখনও অনির্ধারিত, সেহেতু এর একটি কাঠামো নিয়ন্ত্রিত অভিগমন প্রয়োজন। একারণহেতু, সি.ই.ডি.পি.(CEDP) প্রোজেক্ট এর জন্য একটি ই.এম.এফ.(EMF) গঠন করা হয়েছে যাতে প্রকল্পটি বাংলাদেশে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাংক এর সেইফগার্ড নীতি মেনে চলে। ই.এম.এফ. (EMF) পরিবেশগত বিবেচনার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে; প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহের সম্ভাব্য পরিবেশগত সমস্যার একটি চেকলিস্ট প্রণয়ন করার সুপারিশ করা হচ্ছে এবং পরবর্তীতে প্রকল্পের নকশায় এসকল কার্যক্রমসমূহকে পরিবেশগতভাবে টেকসইরূপে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ কাম্য।

প্রকল্পের আওতাধীন প্রস্তাবিত ইন্সটিটিউশন ডেভেলপমেন্ট গ্রান্ট(IDG) প্রোগ্রামটি প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে ইন্সটিটিউশন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান (IDP)বাস্তবায়ন করবে। কলেজসমূহে শিক্ষার উপকরণের উন্নীতকরণ ও আধুনিকীকরণ, বিদ্যমান বাংলাদেশ রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন নেটওয়ার্ক(BdREN) এর মাধ্যমে সংযোগের উন্নতিসাধন (সাব-কম্পনেন্ট ২.১ আওতাধীন) ইত্যাদি কার্যধারার মাধ্যমে ইন্সটিটিউশন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান (IDP)বাস্তবায়িত হবে। যেসকল কার্যক্রম আই.ডি.জি.’র অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তা হলঃ ১) ক্ষুদ্র পরিসরে নতুন নির্মাণ বা বিদ্যমান সুবিধার সম্প্রসারণ (বিদ্যমান কাঠামোর ভারটিকাল সম্প্রসারণ); ২) পুনর্বাসন বা বিদ্যমান সুবিধার সংস্কার; ৩) পরীক্ষাগার গঠন বা বিদ্যমান পরীক্ষাগারসমূহের গৃহোপকরণ ও অন্যান্য পরীক্ষাগার সুবিধার উন্নয়ন; ৪) অপটিক ফাইবার কেবল লাইন বসানোর জন্য পরিখা ও ব্যাকফাইলিং (backfilling) খনন; ৫) যেখানে খনন সম্ভব নয় সেখানে ফাইবার কেবল স্থাপনের জন্য আনুভূমিক ড্রিলিং (HDD) করা; ৬) অপটিক্যাল ফাইবার নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষনাবেক্ষন। সি.ই.ডি.পি.’র কার্যক্রমগুলোকে ই.এম.এফ.(EMF) এর জন্য ২ টি ভাগে ভাগ করা হয়েছেঃ ১) ক্ষুদ্র পরিসর নাগরিকজীবন (সিভিল) উন্নয়ন কার্যক্রম এবং ২) ফাইবার অপটিক কেবল সংযোগ সংক্রান্ত কার্যক্রম। উপরোক্ত যেকোনো কার্যক্রম

সংঘটনযোগ্য যেকোনো শ্রেণীর প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে পরিবেশগত স্ক্রিনিং করা প্রয়োজন। উপরোক্ত দুটি বিভাগের জন্য স্ক্রিনিং চেকলিস্ট ফরম যথাক্রমে 'Annex I' এবং 'Annex II' এ দেয়া হয়েছে।

যেহেতু এই প্রকল্প প্রস্তুতি পর্যায়ে এসকল উন্নয়ন কার্যক্রমগুলোর সঠিক ক্ষেত্র/ স্থান এখনও নির্ধারিত হয়নি, তাই ই.এম.এফ.(EMF) পত্রে কিছু সাধারণ ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব এবং তাদের প্রশমন ব্যবস্থা প্রস্তাব করা হয়েছে (অধ্যায়-৪, এবং Annexes III and IV)।এই প্রশমন ব্যবস্থা ছাড়াও কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা নির্দেশিকা এবং ফাইবার অপটিক কেবল ইনস্টলেশন নিরাপত্তা নির্দেশিকা নথিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে (Annexes VII and VIII)। মূল্যায়ন অনুসারে যদি এর পরিবেশগত প্রভাব ন্যূনতম হয়, তাহলে কোন IEE/EIA প্রয়োজন হবে না। এই ক্ষুদ্র পরিসর সিভিল কার্যক্রমের জন্য ECOP এবং অপটিক ফাইবার কেবল বসানোর কাজের জন্য প্রশমন পরিকল্পনা (Annex III and Annex IV)কন্ট্রাক্টরের নিলামী নথিতে অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয় যাতে ঠিকাদারের ইএমপি(EMP)অবলম্বন অপরিহার্য দায়িত্ব হয়ে উঠে। যদি কোন ক্ষেত্রে পরিবেশগত স্ক্রীনিং এর বিশেষ পরামর্শ দেওয়া হয়, তাহলে কেবলমাত্র মাঝারি থেকে উচ্চ প্রভাবযুক্ত কার্যক্রমের জন্য পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (EIA) প্রয়োজন হবে। স্থান সুনির্দিষ্ট পরিবেশগত সমস্যা এবং তাদের প্রশমন ব্যবস্থা পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (EIA) রিপোর্টে এটি স্পষ্টভাবে বর্ণিত থাকবে।

MoE/NU সংশ্লিষ্ট একাডেমিক প্রতিষ্ঠান, পরিবেশ বিভাগ ও সুশীল সমাজের সঙ্গে এই এই ই.এম.এফ.(EMF)টি শেয়ার করবে। এটি MoE/NU কর্তৃক সি.ই.ডি.পি. এর ওয়েবসাইটে বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় প্রকাশ করা হবে এছাড়াও এটি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর ইনফো-শপে পাওয়া যাবে। এই ই.এম.এফ.(EMF) টি যেন সাব-প্রজেক্ট লেভেলে IDG প্রাপ্তির যোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহে সুলভ হয় এই ব্যাপারটি NU নিশ্চিত করবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিটি সাব-প্রোজেক্ট সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংক্রান্ত নথি / প্রশমন পরিকল্পনা (EMPs) পরবর্তীতে জনসাধারণের জন্যে প্রকাশ করা হবে।

প্রকল্প পর্যায়ে, প্রকল্প পরিচালকের নেতৃত্বে প্রকল্প সমন্বয় ইউনিট (PCU) এই প্রকল্প দেখাশোনা এবং সাব প্রকল্পের বাস্তবায়নের কাজ পালন করবে এবং এই ইউনিট পর্যায়ক্রমে প্রকল্প তত্বাবধান ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন নিরীক্ষণ এবং প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন অগ্রগতি / ফলাফল অন্তর্ভুক্ত করার দায়িত্ব পালন করবে। পরিবেশগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যক্রম কার্যকর ও সময়োপযোগী বাস্তবায়নের জন্য একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এনভাইরনমেন্ট ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে NU দ্বারা মনোনীত হবেন যিনি EMF বিধানাবলী অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। এছাড়াও NU আরও দুইজন কর্মকর্তা নিয়োগ দিবেন যারা EMF বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প পরিচালকের (PD) সহযোগী হিসেবে কাজ করবেন। EMF বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এনভাইরনমেন্ট ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে নিযুক্ত কর্মকর্তাকে সহযোগিতা করার জন্য একজন এনভাইরনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট (EMC)প্রকল্প কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। যে যে বিষয়ে পি সি ইউ (PCU) রিপোর্ট প্রদান করবে তা হলঃ ১)EMP / ECOP বাস্তবায়ন সহ, EA এর প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্বব্যাংকের চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা যাচাই করা; ২)প্রশমন ব্যবস্থাসমূহের হালনাগাদ; এবং ৩)মনিটরিং প্রোগ্রামের ফলাফল।

সাব-প্রোজেক্ট পর্যায়ে, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে একজন করে স্থানীয় ফোকাল কর্মকর্তা নিযুক্ত হবেন (যাকে প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল বা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগ দেবেন) যিনি NU এর ফোকাল কর্মকর্তার সাথে

যোগাযোগ বজায় রাখবেন। স্থানীয় ফোকাল কর্মকর্তার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে এবং প্রাথমিকভাবে তার দায়িত্ব হবে ফরম স্ক্রিনিং ফরম পূরণ করে পর্যালোচনার জন্য পি.সি.ইউ. (PCU) এর কাছে পাঠানো। প্রকল্প বাস্তবায়ন সময় সাব-প্রোজেক্ট পর্যায়ের ফোকাল ব্যক্তি, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিবিড় আলোচনার ভিত্তিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা (EMPs / ECOP, ইত্যাদি) বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন।

পি.সি.ইউ. (PCU) এর মনিটরিং এবং ইভালুয়েশন ইউনিট EMF এর ভিত্তিতে সাব-প্রোজেক্ট পর্যায়ে পরিবেশগত নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবে এবং এই বিষয়ক তথ্যাদি ছয়-মাস ভিত্তিক মনিটরিং রিপোর্ট প্রকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর সাথে শেয়ার করবে। এই মনিটরিং রিপোর্টের একটি নমুনা Annex V এ দেয়া আছে।

আই.ডি.জি. (IDG) কার্যবিধি অধীনস্ত কার্যক্রম অনুসারে নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানসমূহে পরীক্ষাগার সুবিধা বৃদ্ধি বা নতুন পরীক্ষাগার নির্মাণের কাজ করার ক্ষেত্রে এসকল ল্যাবরেটরিজ অপারেটিং জন্য একটি সুসংগত স্ট্যান্ডার্ড ল্যাবরেটরি অপারেটিং পদ্ধতি চালু করা হবে। সুনির্দিষ্ট পরীক্ষাগার এর জন্য সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা নির্দেশনা প্রদান করা হবে। পরীক্ষাগারগুলোর জন্য কিছু সাধারন নিরাপত্তা প্রোটোকলের রূপরেখা Annex VI এ দেয়া আছে। মনিটরিং রিপোর্টের সাথে পরীক্ষাগার নিরাপত্তা প্রটোকল সংক্রান্ত গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বর্ণিত হতে হবে।